গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
দিনাজপুর।
www.fisheries.dinajpur.gov.bd

উদ্ভাবনী ধারণা/সেবা সহজীকরণ/ইনোভেশন উদ্যোগ
২০২৩-২০২৪ অর্থবছর

শিরোনামঃ স্মার্ট মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ ও প্রাকৃতিক জলাশয় সংরক্ষণ বিষয়ক সেবা সহজীকরণ।

১.পটভূমি

মৎস্য সম্পদ ও প্রাকৃতিক জলাশয় সংরক্ষনের জন্য মৎস্য অভয়াশ্রমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন যা মাছের নিরাপদ প্রাকৃতিক প্রজননসহ দেশীয় প্রজাতির মাছের প্রাচুর্য বৃদ্ধিতে সহায়ক। অভয়াশ্রম স্থাপনের পর এটির রক্ষনাবেক্ষন ও নজরদারি বেশ ব্যয়বহুল। অভয়াশ্রম মেরামতের পর পাহাড়াদার না থাকার কারনে কিছু দুষ্টু প্রকৃতির লোক অভয়াশ্রম হতে মৎস্য নিধন ও মেরামতের বিভিন্ন উপকরণ চুরির সাথে জড়িত থাকে। এক্ষেত্রে কিছু কিছু সুফলভোগীও তাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়। এই সমস্যা হতে পরিত্রানের জন্য জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, দিনাজপুর এর মৎস্য অভয়াশ্রমকে স্বয়ংক্রিয় এ্যালার্মযুক্ত সোলার সিস্টেম স্মার্ট ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে **"স্মার্ট মৎস্য অভয়াশ্রমে"** রূপান্তর করার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। এতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অভয়াশ্রমটিকে যেকোন স্থান হতে মনিটরিং করা সম্ভব। অভয়াশ্রমের ১০ মিটারের মধ্যে কোন মানুষ প্রবেশ করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্মার্টফোনে মেসেজের মাধ্যমে ঐ ব্যক্তির ছবি তুলে রাখা সম্ভব। স্মার্ট ক্যামেরাটি মাসিক ৪০০-৫০০ টাকা ইন্টারনেট বিলের মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা পাহাড়াদারের কাজ করতে সক্ষম। মৎস্য সেক্টরে স্মার্ট মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার এই পদক্ষেপের মাধ্যমে **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ** বিনির্মাণে এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

২. উদ্যোগটি গ্রহনের প্রয়োজনীয়তা ও কৌশলঃ

দিনাজপুর জেলায় স্থাপিত নতুন /রক্ষণাবেক্ষণকৃত অভয়াশ্রমগুলো স্মার্ট মৎস্য অভয়াশ্রম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে অভ্যন্তরীণ জলাশয়সমূহে দেশীয় জাতের ছোট মাছের ক্রমহ্রাসমান অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধিকরণ সম্ভব। মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করতে হলে সরেজমিনে স্থান পরিদর্শন পূর্বক পরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে এবং সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন প্রয়োজন। নদী নিবাসী মাছের জন্য নদীতে এবং বিল নিবাসী মাছের জন্য বিলে অভয়াশ্রম স্থাপন করা উচিত। স্থানীয় জনগণ ও মৎস্যজীবীদের অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে তাদের সাথে আলোচনাক্রমে অভয়াশ্রমের স্থান ও আকার ঠিক করা আবশ্যক। সাধারণত নদী অথবা অন্য কোন জলাশয়ের এমন অংশে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যেখানে নির্দিষ্ট মৌসুমে অথবা সারা বছর মাছ ধরা বন্ধ রাখা সম্ভব। নদ-নদী বা বিলের এমন কোন গভীর অংশ বা পকেট নির্বাচন করতে হবে যেখানে মাছের আনাগোনা বেশি, তুলনামূলক ভাবে স্রোত কম, পলি জমার সম্ভাবনা কম, নৌ চলাচলে বিঘ্ন ঘটবে না এবং জনগণ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। জলাশয়ের কত ভাগ এলাকায় অভয়াশ্রম হবে তা সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা না গেলেও শুষ্ক মৌসুমে সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের আয়তনের শতকরা ৫০ ভাগ এলাকাকে অভয়াশ্রম হিসাবে রাখা যেতে পারে। তবে আয়তন নির্ধারণ কালে জলাশয় সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকার বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে। অভয়াশ্রম স্থাপনের নিমিত্ত নির্বাচিত এলাকার সীমানা নির্ধারণ করে চারদিকে লাল পতাকা দিয়ে রাখতে হবে এবং এর ভিতরে কাঠা স্থাপন করতে হবে।অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের স্থায়ীত্বশীলতার লক্ষ্যে কিছু নিয়মনীতি নির্ধারণ করতে হবে যেমন- লাল পতাকা চিহ্নিত সীমানা হতে ২০০ মিটার দূরে মাছ ধরা, বৈশাখ থেকে আষাঢ় পর্যন্ত মাছ না ধরা, নির্দিষ্ট ফাঁসের জাল ব্যবহার, নিয়ম ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করা, স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধির সংগে যোগসূত্র স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় তথ্যসহ বিল বোর্ড স্থাপন।

২. উদ্যোগটি গ্রহন পরবর্তী ফিডব্যাক

আমাদের দেশে বর্তমানে বিদ্যমান মাছের প্রজাতিসহ জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করার জন্য তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহন না করা হলে জলজ জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ ও মৎস্যজীবিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিপর্যয় ঘটার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন পরবর্তী মৎস্য সম্পদের চুরি/অনধিকার প্রবেশ রোধ ও ব্যবস্থাপনার যথাযথ বাস্তবায়ন বিষয়কে গতিশীল করেছে জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, দিনাজপুর কর্তৃক স্মার্ট মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ ও প্রাকৃতিক জলাশয় সংরক্ষণ বিষয়ক সেবা সহজীকরণ উদ্যোগ।

৩. বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

সিনিয়র উপজেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, মৎস্যজীবি সমিতির মাধ্যমে উপজেলার নদী/বিলে স্থাপনকৃত মৎস্য অভয়াশ্রমকে স্বয়ংক্রিয় এ্যালার্মযুক্ত সোলার সিস্টেম স্মার্ট ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে **"স্মার্ট মৎস্য অভয়াশ্রম"** স্থাপন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত পার্বতীপুর উপজেলায় এ ধরনের অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে।

৪. লগ ফ্রেইম (Log Frame)

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	সময়কাল					
		সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	জানু	ফেব্রু
১.	মাঠ পর্যায়ে সম্ভাব্যতা পর্যবেক্ষণ						
২.	স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, মৎস্যজীবিদের সাথে সভা						
৩.	মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, ক্যামেরা সেটিং						
৪.	জেলা মৎস্য দপ্তর কর্তৃক অভয়াশ্রম পর্যবেক্ষণ						

৫. প্রত্যাশিত ফলাফল

- মৎস্য অভয়াশ্রম পরিদর্শণের উদ্দেশ্যে যাতায়াতের জন্য সময় অপচয় হচ্ছে না ।
- চুরি/ অনধিকার প্রবেশ নিশ্চিতকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলেছে।
- যেকোন ধরনের অনধিকার প্রবেশ তাৎক্ষনিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে।
- মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও মৎস্য আহরণ সহনশীল পর্যায়ে রাখার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।
- স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

পূরবী রাণী রায়
সহকারী পরিচালক
জেলা মৎস্য দপ্তর, দিনাজপুর।
purobiroy16@yahoo.com
ও
ইনোভেশন অফিসার, জেলা ইনোভেশন টিম

মোঃ আশরাফুজ্জামান
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
দিনাজপুর।
dfodinajpur@fisheries.gov.bd